প্রথম আলো

তারিখ 19 SEP 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ বন্ধ ঘোষণা

ছাত্রদের সঙ্গে ম্যাটসের কর্মচারী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষ, আহত ১০

নিজস্ব প্রতিবেদক, *কুমিল্লা*

কুমিল্লা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে চিকিৎসা সহকারী প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়—ম্যাটসের কর্মচারী ও এলাকাবাসীর দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। কলেজ ক্যাম্পাসে ম্যাটসের কার্যক্রম চালু নিয়ে বিরোধের জের ধরে গতকাল বৃহস্পতিবার ওই সংঘর্ষে কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়। এ ঘটনায় মেডিকেল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং আজ শুক্রবার দুপুর ১২টার মধ্যে শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগেরও নির্দেশ দেওয়া হয়। ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এর আগে ছাত্র-সংঘর্ষের ঘটনায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ এবং বহিরাগত যুবক খুনের ঘটনায় বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

কলেজ সূত্র জানায়, গত মাসে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসের ভেতর ম্যাটস অস্থায়ীভাবে কার্যক্রম চালু করে। ক্যাম্পাসে ম্যাটসের কার্যক্রম চালুর বিরোধিতা করে কলেজের শিক্ষক, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কলেজের কয়েকজন ছাত্র ক্যাম্পাসে ম্যাটসের অস্থায়ী দপ্তরে যায়। তারা ম্যাটসের অধ্যক্ষ ডা. মো. শহীদ উদ্দিনকে সেখান থেকে চলে যাওয়ার অনুরোধ করে। সেখানে অধ্যক্ষের সঙ্গে ছাত্রদের বচসা হয় এবং একপর্যায়ে তারা অধ্যক্ষকে তাঁর দপ্তর থেকে বের করে দেয়। তারা ম্যাটসের দপ্তরে থাকা কম্পিউটার ও আসবাব বাইরে এনে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ ঘটনায় ছাত্রদের সঙ্গে ম্যাটসের কর্মচারীদের হাতাহাতি ও সংঘর্ষ শুরু হয়। একপর্যায়ে কর্মচারীরা ক্যাম্পাস ত্যাগ করে।

দুপুর দেড়টার দিকে ছাত্রদের সঙ্গে ম্যাটসের কর্মচারী ও পার্শ্ববর্তী কুচাইতলী গ্রামের বাসিন্দাদের আবারও সংঘর্ষ শুরু হয়। দফায় দফায় সংঘর্ষে এলাকাবাসীর হাতে কলেজছাত্র মাইমুন রিদওয়ান চৌধুরী, মোস্তাফিজুর রহমান, রাজীব চন্দ্র দেবনাথ ও সিরাজুল ইসলাম গুরুতর আহত হন। তাঁদের মধ্যে মাইমুনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের সবাইকে কুমিল্লা

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ বন্ধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদিকে ছাত্রদের হাতে ম্যাটসের কর্মচারী নজরুল, নুরু, হাকিমসহ গ্রামের আরও তিন বাসিন্দা আহত হন। তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বেলা আড়াইটায় কলেজের একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক ডাকা হয়। কলেজের অধ্যক্ষ ডা. সাহারা খাতুনের সভাপতিত্বে বৈঠকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এ ছাড়া সংঘর্ষের ঘটনা তদন্তে কলেজের সার্জারি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. ফারুক আহমেদকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। তাঁদের পাঁচ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

ম্যাটসের অধ্যক্ষ ডা. মো. শহীদ উদ্দিন *প্রথম আলোকে* বলেন, পূর্বপরিকল্পিতভাবে কলেজের শিক্ষার্থীরা ম্যাটসের দপ্তরে এসে তাণ্ডব চালায়। তারা কম্পিউটার ও আসবাব নিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। গাড়ি ও জানালা ভাঙচুর করে। এমনকি কর্মচারীদের গায়ে হাত তুলে।

কলেজের অধ্যক্ষ ডা. সাহারা খাতুন বলেন, সংঘর্ষে তাঁর কলেজের চারজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, কলেজের ক্লাস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকলেও এমবিবিএস প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিতরণসহ কার্যালয় খোলা থাকবে।

কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহ আলম বকাউল বলেন, পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। পুলিশ সেখানে অবস্থান করছে। সংঘর্ষের ঘটনায় ম্যাটসের অধ্যক্ষ ডা. মো. শহীদ উদ্দিন অজ্ঞাত ছাত্রদের বিরুদ্ধে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন।